কোটচাঁদপুরে ৪৫টি মন্ডপে সাজসজ্জার কাজ শেষের দিকে, মন্ডপগুলোতে পাহারা

এ বছর কোটচাঁদপুরে ৪৫ টি মন্ডপে উদযাপন করা হবে শারদীয় দূর্গা উৎসব। মন্ডপগুলোর সাজসজ্জার কাজ শেষের দিকে। নিরাপত্তায় পাহারা চলছে মন্ডপে মন্ডপে। তবে এখনো পর্যন্ত কোন থিয়েট মনে করছেন না বলে জানিয়েছেন, কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,এ বছর কোটচাঁদপুরে ৪৫ টি মন্ডপে উদযাপিত হবে শারদীয় দূর্গা উৎসব। তবে গেল বছরের থেকে এ বছর ১ টি পূজা কম হচ্ছে এ উপজেলায়। মন্ডপের সাজসজ্জার কাজ প্রায় শেষের দিকে।

অন্যদিকে নিরাপত্তা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকরা ইতোমধ্যে মন্ডপে বসিয়েছেন পাহারা। সাথে রয়েছে গ্রাম পুলিশ। এ ছাড়া পুলিশের নজরদারী রয়েছে সার্বক্ষনিক বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের দ্যুতিয়ার কুটি পূজা মন্ডপের সভাপতি সাধন হালদার বলেন,মন্ডপের কাজ এখনো শেষ হয়নি। তবে আমরা এক সপ্তাহ ধরে পাহারা দিচ্ছি মন্ডপ। তিনি বলেন,এখানে কোন সমস্যা হয় না। আর কোন ভয় ও নাই। তারপরও সর্তকতার সঙ্গে আছি।

কোটচাঁদপুর দুধসরা পূজা মন্ডপের সভাপতি নিতাই রায় বলেন,রংঙ্গের কাজ এখনও হয়নি। তবে নিরাপত্তায় জন্য, পাহারা চলছে।কোন দিন কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। এরপর যদি কিছু হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কোটচাঁদপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন,গেল বছর থেকে এ বছর একটি পূজা কম হচ্ছে। গেল বছর ৪৬ টি পূজা মন্ডপে শারদীয়া দূর্গা পূজা হয়েছিল। এ বছর ৪৫ টিতে অনুষ্ঠিত হবে। একটা মন্ডপে জায়গা নিয়ে সমস্যার করনে হচ্ছে না। এ বছর পৌর সভায় ২০ টি আর ইউনিয়ন পর্যায় ২৫ টি মন্ডপে এ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজার প্রস্তুতি কেমন,এবং নিরাপত্তা নিয়ে কি ভাবছেন,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,সবগুলো পূজা মন্ডপ ঝুঁকিপূর্ন। আবার সবগুলোর অবস্থায় ভাল। এরপরও আমরা গেল এক সপ্তাহ ধরে

স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে পাহারা বসিয়েছি। কারন হিসেবে তিনি বলেন, গেল কয়েকদিন আগে ঝিনাইদহে পূজা মন্ডপে ভাংচুর হয়েছে।

পূজার প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেন,আগামী ২০ অক্টোবর শারদীয়া দূর্গা পূজার ষষ্ঠী। এর মধ্যে অনেক মন্ডপের সাজসজ্জার কাজ শেষ করেছেন মন্ডপ কমিটি। কিছু বাকি থাকলেও খুব জোরেশোরে চলছে কাজ।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,নিঃছিদ্র নিরাপত্তার স্বার্থে গেল এক সপ্তাহ যাবৎ পূজা মন্ডল গুলোতে পাহারা বসানো হয়েছে। এর দায়িত্বে রয়েছেন,স্ব স্ব মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবক। এ ছাড়া রয়েছে গ্রাম পুলিশ। আর আমরা তদারকিতে আছি সার্বক্ষনিকভাবে। আমরা সবগুলো মন্ডল ঝুকিপূর্ণ মনে করছি,আবার সবগুলোর অবস্থাই ভাল। আমরা এখনও পর্যন্ত কোন থিয়েট মনে করছি না।

ঝিনাইদহ ছাত্রলীগের সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহে তরুণ-তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক কে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িকে মারধর, মোবাইল ছিনতাই ও আটকিয়ে রেখে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেনের বিরুদ্ধে।

গত ৬ অক্টোবর এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে বলে জানান ভুক্তভোগী রড ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান। আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্দি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন শ্রমিকলীগের সভাপতি। ঘটনার বিবরণীতে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামের সোহেল রানা’র কন্যা দীঘি’র সাথে ফেইসবুকের মাধ্যমে শেরপুর জেলার বাবু নামে এক তরুনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। গত ছয় মাস আগে এই সম্পর্ক চলাকালীন বাবু নানান ভাবে দীঘি’র নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা বিকাশের মাধ্যমে নেয় বলে জানান, দীঘি’র বাবা সোহেল রানা।

সম্পর্কের এক পর্যায়ে বিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবু ঝিনাইদহে তরুণী দীঘির বাড়ি আসতে চাই এবং গত ৫ অক্টোবর বাবু ঝিনাইদহে দীঘির বাড়িতে আসে। দীঘির বাড়িতে আসার পর দীঘির বাবা তাৎক্ষণিক বাবুর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে বাবুর বাবা- মায়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা খুলে বলেন এবং তাদের ঝিনাইদহে আসতে বলেন।

বাবুর বাবা পরদিন ৬অক্টোবর শুক্রবার ঝিনাইদহে আসতে চান। সসময় বাবুর পরিবার কে ঝিনাইদহ বাসটার্মিনালে আনতে দীঘির বাবা ও তার পূর্ব পরিচিত ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান কে ফোন করে সোহেল রানা তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। এসময় ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান তার দোকান বন্ধ করে সোহেল রানা’র সাথে ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল আসেন। আসাদুজ্জামান ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করার পর ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন সহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৪/১৫ জন আচমকা সোহেল রানা ও আসাদুজ্জামান কে প্রকাশ্যে মারধর শুরু করেন এবং তাদের কাছে থাকা মোবাইল ও আসাদুজ্জামানের কাছে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন।

ঘটনার সময় বাবুর বাবা উপস্থিত ছিলেন বলে ভুক্তভোগীরা জানান। ছাত্রলীগ সভাপতি সজিব আসাদুজ্জামান কে উদ্দেশ্য করে বলে তোরা ঐ ছেলেকে আটকিয়ে রেখেছিস এতো বড় সাহস। ঐ ছেলেকে নিয়ে আয় না হলে শেষ করে দেবো। পরিস্থিতি সমাধানের করার জন্য আসাদুজ্জামান ফোন ফেরত নিয়ে পোড়াহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা মমিন কে ফোন দিয়ে ঘটনাস্থলে আসতে বলেন। মমিন ঘটনাস্থলে আসার সঙ্গে সঙ্গে মমিনকেও মারধর করা হয় বলে মমিন জানান। মারধরের এক পর্যায়ে প্রেমিক বাবুকে বাড়ি থেকে এনে এবং সজিব কে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়ে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এছাড়া পরদিন ঝিনাইদহ সদর থানায় ছাত্রলীগ সভাপতি সজিব সহ অজ্ঞাত নামা আরো একাধিক ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে পোড়াহাটি যুবলীগ নেতা মমিন বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিরন ভাইয়ের সমর্থক। হিরন ভাই এই বিষয়টি নিয়ে আমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন তাই আমি বাদী হয়নি। আর ঝামেলার জন্য সোহেল রানাকে বাদী হতে নিষেধ করেছি। যেহেতু আমরা তিন জনই ভুক্তভোগী তাই আমাদের পক্ষে আসাদুজ্জামান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আমরা তিন জনই দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ী। তিনি আরো বলেন সজিবের বাড়ি শৈলকূপা উপজেলায়। তিনি ছাত্রলীগ সভাপতি হয়েও আমাদের পরিচয় দেওয়ার পরেও তার বিন্দু পরিমাণ সহানুভূতি পায়নি।

এঘটনায় আমাদের সাথে তার হিংস্র আচরণের প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রলীগ নেতার কাছে এমন আচরণ আশা করা যায় না। এছাড়া সজিবের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ, ঠিকাদারদের জিম্মি করে জোর করে সিডিউল দরপত্র কেনা বেচা, ঠিকাদারী, শালিস বাণিজ্যসহ দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে অশোভন আচরণ তার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এসব ঘটনার একাধিক ভিডিও অডিও ফাসঁ হওয়ার ফলে তা এখন টক অফদা টাউনে পরিনত হয়েছে। সাধারণ ছাত্র ও দলের নেতা কর্মীরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্র নেতারা জানান ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই (এমপি)’র মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সজিব এধরণের কাজ কাম হর হামেসায় করতে থাকে। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত চলছে। অভিযোগ প্রমানিত হলে সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরাধ করে পার পাওয়ার সুযোগ নেই।

চাঁদাবাজির অভিযোগের ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন জানান, আমি চাদাঁবাজির ব্যাপারে কিছুই জানিনা, আপনাদের মাধ্যমে শুনছি থানায় অভিযোগ হয়েছে, কেন অভিযোগ করা হয়েছে তাও আমি জানিনা, পুলিশ জানালে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্ঠা করবো।

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় শিবির নেতার ২৪ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে অস্ত্র মামলায় আকরাম হোসেন নামের এক শিবির নেতার ২৪ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। সোমবার দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ দেন।

দন্ডিত আকরাম হোসেন উপজেলার এড়েন্দা গ্রামের আলম বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন জানান, ২০১৬ সালের

১১ জুলাই কোটচাঁদপুর উপজেলার দয়ারামপুর আলিম মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি ও নাশকতামুলক কার্যক্রমের প্রস্তুতির সময় ১ টি ওয়ান শ্যুটার গান ও ১০ রাউন্ডগুলিসহ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি আকরাম হোসেনকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় ওইদিনই পুলিশের পক্ষ থেকে কোটচাঁদপুর থানায় ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ১৫/২০ জনকে আসামী করে মামলা করা হয়। পরের মাসে পুলিশ আদালতে ৪ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশীট দাখিল করে।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত ওই মামলায় ৩ টি ধারায় আকরাম হোসেনকে ২৪ বছরের কারাদন্ড দেয়। বাকি আসামীদের বেকসুর খালাশ দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল ছিল ঝিনাইদহ।

গত ১৫ বছরের মধ্যে আজ সোমবার (৯ অক্টোবর) ছিল ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সবচে বড় শোডাউন। এক দফার দাবী আদায়ে হাজারো বিএনপি নেতাকর্মী জেলার ৬ উপজেলা থেকে সমবেত হয় ঝিনাইদহ শহরে। নেতাকর্মীদের গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ। শহরের অলিগলি দিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা সামিল হয় মুল মিছিলে। সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, আরাপপুর, চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড, মডার্ণমোড়, আদর্শপাড়া, হামদহ ও উজির আলী স্কুল এলাকাসহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রেসক্লাব থেকে উজির আলী স্কুল মাঠ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হাটের রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে শহরের হাটের রাস্তায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় নেতা মীর রবিউল

ইসলাম লাভলু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, বিএনপি নেতা মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মাহবুবুর রহমান শেখর, আলমগীর হোসেন, শাহজাহান আলী, জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, জাহাঙ্গীর হোসেন, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান, মুশফিকুর রহমান মানিক, শ্রমিক দল নেতা আবু বকর, টোকন জোয়ারদার, রুহুল আমিন পিকুল ও রেজাউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট এম এ মজিদ বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দিতে হবে। নইলে পরবর্তী পরিস্থির জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে। তিনি বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা তলে তলে ঠিক থাকার কথা বললেও এই সরকারের তলা ফেটে পানি উঠতে শুরু করেছে। যে কোন সময় বঙ্গপোসাগরে ডুবে যাবে।

ঝিনাইদহে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবনর উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)’র বাস্তবায়নে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ-২আসনের সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি।

উদ্বোধন করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলার উদয়পুর মতিয়ার রহমান মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফজর আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, আব্দুর রকিব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, লাউদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লাউদিয়া পীর দেওয়ান দাখিল মাদ্রাসা ও মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজ।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন, সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি’র সহধর্মী, সংসদ সদস্যের পিএস রওশন আলী, রোকনুজ্জামান রিপন, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, সদর থানা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক শাহ্ মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল রাজা, উদয়পুর মতিয়ার রহমান মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি এড. শেখ সেলিম, আব্দুর রকিব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি রবিউল ইসলামসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

এসময় প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি বলেন, দেশে বর্তমান সরকারের আমলেই সর্বোচ্চ উন্নয়ন হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আওয়ামীলীগ সরকারের কোন বিকল্প নেই। তাই আগামী নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনার সরকারকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান।

ঝিনাইদহে আব্দুর রউফ কলেজে নবীন বরণ ও উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজে নবীন বরণ ও ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীর উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ (৮ অক্টোবর) রবিবার সকালে কলেজের শেখ কামাল অডিটরিয়ামে এই উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ জে.এম. রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ বিবেকানন্দ তরফদার, সহকারী অধ্যাপক খুরশীদ মোহাম্মদ সালেহ, জিন্নাত জেসমিন, ইসরাইল হোসেন, মোদাচ্ছের আলী, মোঃ শাহানুর আলম প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মোঃ জাহাঙ্গীর আনাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে ২০২৩-২০২৪

শিক্ষা বর্ষের একাদশ শ্রেণীর নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

উদ্বোধনী ক্লাসে বক্তারা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং স্বনির্ভর জাতি গঠনের জন্য সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার জন্য ছাত্রদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা আরও বলেন আজকের ছাত্ররা আগামী দিনের দেশ পরিচালনার নেতৃত্ব দেবে এজন্য তোমাদের সময় উপযোগী প্রযুক্তি নির্ভর মানবিক জ্ঞান অর্জণ করতে হবে। আগামী দিনে তোমাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ উন্নত ও কল্যাণ রাষ্ট্রে উপনিত হবে আর তোমরা হয়ে উঠবে এক একজন স্মার্ট নাগরিক।

কোটচাঁদপুরে গ্রামবাসীর হাতে মারা গেল মেছো বাঘ

কোটচাঁদপুরে গ্রামবাসীর হাতে মারা গেছে মেছো বাঘ। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শুক্রবার কোটচাঁদপুরের কুল্লাগাছা গ্রামে।

ওই গ্রামের ইউপি সদস্য তাজুল ইসলাম বলেন, এটা একটা মেছো বাঘ। গেল এক মাস ধরে ওই বাঘের অত্যাচারে গ্রামবাসী অতিষ্ঠ। বাঘটি গেল এক মাসে ১৫/২০ টি ছাগল মেরে ফেলেছে। হাঁস-মুরগিও নষ্ঠ করেছে বেশ কিছু মানুষের।

তিনি বলেন,কয়েক দিন ধরে বাঘটি ধরার চেষ্টা করেন গ্রাম বাসী। তবে ধরতে পারেনি। শুক্রবার সকালে এক ঘাসের জমিতে দেখা যায় বাঘটিকে।

এরপর গ্রামবাসী খবর পেয়ে বাঘটিকে ধাওয়া দিয়ে মেরে ফেলেন। বাঘটি মাটি চাপা দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বাঘ মারা ঠিক হয়েছে কিনা,এমন প্রশ্ন তিনি বলেন, এটা মেছো বাঘ। বাঘটি ধরার চেষ্টা করেছিল গ্রামবাসী। ধরতে পারলে হয়তো তারা মারতো না।

উপজেলা বন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন,কিছুক্ষন আগে নির্বাহী কর্মকর্তা আমাকে বলেছেন ঘটনাটি । আর এখন আপনি বললেন। বাঘ তারা

মারতে পারে না। তবে বাঘটি হয়তো তাদের ক্ষতি করেছে। এ কারনে হয়তো মেরেছে। তিনি আরো বলেন,এটা মূলত দেখবে যারা বনের প্রাণী নিয়ে কাজ করেন তারা। এটা আমাদের কাজ না। আমরা বন নিয়ে কাজ করে থাকি। তবে তারা যদি আমাদের সহযোগিতা চান,আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করবো।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে সঙ্গে মুঠো ফোনে যোগাযোগ করা হয়। তিনি ফোনটি রিসিভ না করায় মন্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালন

‘জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করি,নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করি’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৬ অক্টোবর) সকালে উপজেলা প্রশাসকের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ শেষ অফির্সাস ক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান,দোড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, বলুহর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নজরুল

ইসলাম, কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ প্রমুখ।

সে সময় জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনে বিশেষ ভুমিকা রাখায় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা, ইউপি সদস্য, পরিষদের সচিব, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য সহ সাংবাদিকবৃন্দ।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নকে জনগণের মাঝে তুলে ধরে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে শৈলকুপা নতুন বাজার এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ধলহরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে ও শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার কায়সার টিপুর পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও বিশ্বাস বিল্ডার্সের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম দুলাল। এছাড়াও শৈলকুপা পৌরসভা মেয়র কাজী আশরাফুল আজিম আজম, ঝিনাইদহ জেলা আওয়মী লীগের সহ-সভাপতি সরোয়ার জাহান বাদশা, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা আরিফ রেজা মুন্নু, ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি এ্যাড. আজাদুর রহমান, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান, শৈলকুপা উপজেলা কৃষকলীগর সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য রেজাউল করিম খান, ১১ নং আবাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস, শৈলকুপা পৌর মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি ফারুক হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উন্নয়ন সভায় বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় শৈলকুপায় কোন উন্নয়নই হয়নি। শৈলকুপা উপজেলা আওয়মী লীগের নেতা কর্মীরা এই জনপদকে একটি আধুনিক বাসযোগ্য আবাসভুমি গড়ার লক্ষ্যে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচেন নজরুল ইসলাম দুলালকে নৌাকার মাঝি হিসেবে দেখতে চান।

সমাবেশের প্রধান অতিথি সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বলেন, আগামীতে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় আনতে নৌকা মার্কায় আবার ভোট দেওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জনগনের উন্নয়নের কথা ভাবেন। তার উন্নয়নে ঈশ্বার্ণিত হয়ে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে এতে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নজরুল ইসলাম দুলাল তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল তৈরী করেছেন। অথচ ঝিনাইদহ -১ শৈলকুপা আসন উন্নয়নের দিক দিয়ে অনেক অবহেলিত। আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে মনোনয়ন দিলে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগনকে সাথে নিয়ে শৈলকুপাবাসীর কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছে দেবেন। এই গণসমাবেশে অন্যান্য বক্তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে শৈলকুপার নির্যাতিত মানুষের অধিকার ফিরে পেতে, হত্যা ও সন্ত্রাসমুক্ত শৈলকুপা গড়ার লক্ষ্যে আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম দুলালকে নৌকার মনোনয়ন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

ঝিনাইদহে বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নজরুল ইসলাম (৩৫) নামের এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) সকালে কালীগঞ্জ-যশোর মহাসড়কের কালীগঞ্জ

উপজেলার আমতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম শরিয়তপুর সদর উপজেলা কেয়ারপুর গ্রামের সিরাজুল হক খানের ছেলে।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, সকালে কালীগঞ্জ থেকে ফুলঝরি সোহাগ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস যশোর যাচ্ছিলো। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী সেখান থেকে নজরুলকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বারোবাজার হাইওয়ে থানার ওসি মঞ্জুরুল আলম জানান, দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনায় বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছে।